৩৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR 1 7 1999 ...

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬ ......

উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার শীর্ষক সেমিনার সমাপ্ত

প্রশাসনে আমূল সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেশ ও জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জনে দেশের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনমুখী, দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, সৎ ও গণতান্ত্রিক হিসেবে আমূল পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের সুপারিশের মধ্যদিয়ে 'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার গতকাল শেষ হয়েছে। উদ্বোধনী, সমাপনী ও একটি বিশেষ অধিবেশনসহ সেমিনারে মোট ১১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ মিঃ জোসেফ স্টিগলিজ। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সহযোগিতায় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এই সেমিনারের আয়োজন করে। গতকাল সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। সভাপতিত্ব করেন শিল্পমন্ত্রী জনাব এ এস এইচ কে সাদেক। বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশস্থ পরিচালক ফ্রেডারিক টেম্পলও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারের সকল অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন সাবেক অর্থমন্ত্রী ও খসড়া প্রণয়নকারী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এ এস এ মুহিত। সমাপনী বিবৃতি প্রদান করেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ টি এম শামসুল হক।

তিন দিনব্যাপী এই সেমিনারে দেশ ও বিদেশের শিক্ষাবিদ, প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের বিজ্ঞ আলোচকগণ বাংলাদেশের প্রশাসনের দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা কিভাবে বাড়ানো যায়, কিভাবে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায়, সরকারী দফতরগুলোকে কিভাবে পুনর্গঠিত করা যায়, কিভাবে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠিত হতে পারে, কিভাবে বেসরকারী খাতকে শক্তিশালী করে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যায়, দুর্নীতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনগত ও পদ্ধতিগত সংস্কার কিভাবে সাধিত হতে পারে, প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও জনশক্তির বাস্তবসম্মত সমন্বয় সাধন, প্রশাসনে সংসদীয় তত্ত্বাবধান শক্তিশালীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করেন।

সমাপনী অধিবেশনে প্রশাসনিক সংস্কারের যেসব সুপারিশ পেশ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ প্রশাসনের আকার কমাতে হবে, যেসব পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য পড়ে রয়েছে সেগুলো অবলুপ্ত করতে হবে (তেমন শূন্য পদের সংখ্যা এক লাখ)। প্রশাসনকে ব্যাপক বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে, স্থানীয় সরকারগুলোকে শক্তিশালী করে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, সকল দফতরে নাগরিক অধিকার সনদ প্রকাশ্য

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রশাসনে আমূল সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন

শেষের পাতার পর

রাখতে হবে যাতে জনগণ ঐ সনদ দেখে তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে, সরকারী কর্মকর্তাদের জানতে হবে জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব কি, প্রশাসনের ওপর সংসদীয় তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে, উৎসাহ প্রদান ও সেই সাথে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, হিসাবরক্ষণ বিভাগকে পরীক্ষণ বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের পরিবেশকে কলুষিত করা যাবে না, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে; সামাজিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থানা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জেলার অধীনে ন্যস্ত করতে হবে, সম্ভাব্য সংখ্যক সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারীকরণ করতে হবে, সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্পদের হিসেবের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং আমলাদের মান বাড়াতে হবে প্রভৃতি।

সেমিনারে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, প্রশাসনের এসব সংস্কার সাধনে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রয়োজন।

সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলেন, দুর্নীতির ব্যাপারে জনগণের সহনশীলতার মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। আমরা বাড়াবাড়িভাবে দুর্নীতির প্রতি সহনশীল হয়ে পড়েছি। সবাই দুর্নীতিকে মেনে নিচ্ছে। তিনি বলেন, প্রশাসনে সংস্কার সাধনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সুষ্ঠু ও কার্যকর নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পেছনের দরজা দিয়ে লোক নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ প্রশাসন গড়া যায় না। নিয়োগনীতি কোনভাবেই নমনীয় হলে চলবে না। প্রতিযোগিতামূলকভাবেই নিয়োগ বাছাই করতে হবে। অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া বলেন, কোন ব্যাপারেই আমার নৈরাশ্য নেই, আমি আশাবাদী।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ এস কে সাদেক বলেন, মূল সমস্যা হচ্ছে মতৈক্যের অভাব।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এটিএম শামসুল হক বলেন, সেমিনারে এই মর্মে ঐকমত্য প্রকাশ করা হয় যে, সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শ্রেষ্ঠত্ব সবার ওপরে।